দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 10 JUL 2005

কেন কওমী মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রয়োজন

বর্তমানে বাংলাদেশে তিনটি শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান। এর মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ধর্মহীন সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি, অপর দুটি হলো মাদ্রাসা শিক্ষা। যার একটি সরকার স্বীকৃত আলিয়া মাদ্রাসা, অপরটি জনগণ স্বীকৃত কওমী মাদ্রাসা। কওমী মাদ্রাসার জনস্বীকৃতি থাকলেও সরকারী স্বীকৃতি নেই। যদিও সারাদেশে হাজার হাজার কওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ মসজিদ মাদ্রাসা আর মক্তবগুলো পরিচালনার মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে অবিরত কাজ করে যাচ্ছেন। এতদিন পর্যন্ত কওমী উলামাগণ সরকারী স্বীকৃতির কোন প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু বর্তমান সময়ে কিছু সঙ্গত কারণে বাধ্য হয়ে এদেশের উলামাগণকে সরকারী স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করতে হচ্ছে। সরকারী কোন সাহায্যের জন্য নয় বরং কিছু বাস্তব কারণেই উলামাগণকে সকলে একমত হয়ে এ ব্যাপারে মাঠে নামতে হচ্ছে। কওমী মাদ্রাসা নিয়ে এদেশে অনেকে অনেক উপহাস করেছেন, বিশেষ করে কওমী মাদ্রাসাগুলো পরিচালনায় অনেকগুলো শিক্ষা বোর্ড থাকায় এ ব্যাপারে আরো বেশী সমালোচনা হয়েছে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে সে সমস্যারও একটি সমাধান হয়েছে। এদেশের লাখো উলামার উস্তাদ, বাংলাদেশের উস্তুল মাদারিস বলে খ্যাত, হাটহাজারী মাদ্রাসার সম্মানিত মুহতামিম সাহেবের বেফাকুল মাদারিস তথা কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-এর চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করায় কওমী মাদ্রাসার ভবিষ্যত নিয়ে আমরা দারুণভাবে আশান্বিত। বিশেষত গত ৩ জুলাই শায়খ আহমদ শফি সাহেবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বীকৃত সকল শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামগণ একমত হয়ে সরকারী স্বীকৃতির আদায়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ, তা একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

এদেশের কওমী উলামাগণ বহুবার অনেকের ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হয়েছেন। কিন্তু মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের এর দ্বারা কোন উপকার হয়নি। পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি, বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি কারণে তারা একটি শক্তি হওয়া সত্বেও আজ অপাংক্তেয় মনে হচ্ছে। আর এক কারণেই ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী চারদলীয় জোট সরকারের উচিত এর সনদের সামান্য একটু স্বীকৃতির মাধ্যমে কওমী মাদ্রাসার লাখ লাখ ছাত্রদের দীর্ঘদিনের একটি আশা পূরণ করা।

কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি কেন প্রয়োজন এ সম্পর্কে বলা যায়

(ক) বর্তমানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, দেশে কোন কোন মসজিদে ইমামতি পদে লোক নিয়োগের জন্য সরকারী সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলা হয়। সাধারণ মুসল্লিদের এই বলে সান্ত্বনা দেয়া হয় যে, আমরা শিক্ষিত ইমাম নিয়োগ করব। যারা ভাল করে বাংলা বলতে পারে না তাদের ইমাম নিয়োগ দিয়ে ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছু অর্জন করা যায় না। এর আড়ালে মূলত একটি উদ্দেশ্য লুকায়িত, তা হচ্ছে কৌশলে মসজিদের ইমামতির পদ থেকে কওমী আলেমদেরকে সরিয়ে দেয়া এবং দলীয় লেজুড়বৃত্তি করবে এমন ব্যক্তিদের ইমাম পদে নিয়োগ দেয়া। আর এভাবে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কওমী মাদ্রাসা থেকে পাস করা হাফেজ আলেমও ঠকে যাচ্ছে। শহরের মসজিদসমূহ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে কওমী উলামাগণকে।

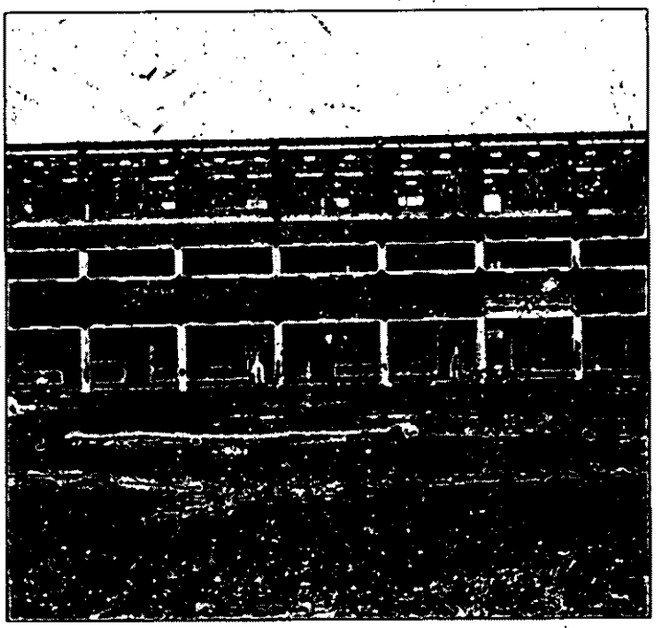

খ) গত ৩০ জুন '০৫ অধ্যাপক শহিদুল ইসলামের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন যে, কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতায় প্রায় ৯ হাজার মাদ্রাসা রয়েছে, অথচ সরকারী মানবসম্পদ উন্নয়নের হিসাবে একটি মাদ্রাসাকেও গণ্য করা হয় না শুধুমাত্র কোন প্রকার স্বীকৃতি না থাকার কারণে। যদি সরকার এ শিক্ষার সনদের স্বীকৃতি দেয় তাহলে সরকারের সাক্ষরতা হারের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। কারণ কওমী মাদ্রাসায় রয়েছে লাখ লাখ ছাত্র ও শিক্ষক।

গ) সরকারী স্বীকৃতি পেলে এদেশের কওমী মাদ্রাসার অসংখ্য মেধাবী তরুণ জাতীয় পর্যায়ে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারবে। এদেশের স্কুল, কলেজে ধর্মীয় শিক্ষক পদে অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষাকে তামাশার বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে, যদি ইসলামী শিক্ষার দায়িত্ব এদেশের কওমী আলেমদের দেয়া হয় তাহলে উলামাগণ জাতির বিরাট খেদমত করতে পারবেন। একটি নীতিবান সমাজ গড়তে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

ঘ) কওমী মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সনদ দিয়ে এক সময় আরব দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে দক্ষতার সহিত উচ্চ ডিগ্রী নেয়া যেত। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের অপ-প্রচার তথা এটা কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই নয়, এর কোন সরকারী স্বীকৃতি এই ইত্যাদি বলে এ সুযোগ প্রায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ঙ) যে বিষয়টি বেশী পীড়াদায়ক তা হলো কওমী মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে অনেক ছাত্রকে শুধু সনদের স্বীকৃতির জন্য আলিয়া মাদ্রাসা থেকে নতুন করে দাখিল আলিম পরীক্ষা দিয়ে উপরে উঠতে হয়। এ কারণে সময়ের অপচয় হয়, অর্থের অপচয় হয়, বিশেষ করে কওমী মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে যখন গবেষণার কাজে লিপ্ত হবে তখন তাকে নতুন করে আলিয়া মাদ্রাসার প্রাইমারী শিক্ষা অর্জন করতে গিয়ে দিশা হারিয়ে ফেলে। ইত্যাদি কারণে কওমী মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রীর সরকারী স্বীকৃতি একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মহাসচিবের মতামতটি যা মাসিক রহমত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার আলোকে বলতে চাই যে, সরকারের নিকট আমরা শিক্ষকদের বেতন, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামের জন্য সাহায্য চাই না, আমরা শুধু এটুকু চাই যে, কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতায় দাওরায়ে হাদীস (তাকমীল) পাসদের সরকারী কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী বিভাগের এমএ ডিগ্রীর সমমান দেয়া হোক। যার নজির ভারত ও পাকিস্তানে রয়েছে।

পরিশেষে বলতে চাই জোট সরকারের নিকট আমাদের জোরালো দাবী, আগামী নির্বাচনের আগেই বিষয়টির একটি সমাধান করা হোক, নতুবা এদেশের লাখ লাখ আলেম-উলামার ত্যাগ ও কোরবানির সাথে বেঈমানী করা হবে। আগামী নির্বাচনে এর বিরূপ প্রভাব পড়তে বাধ্য। কারণ ইসলামী ঐক্যজোটের মাধ্যমে এদেশের কওমী উলামাগণ সরকারের নিকট থেকে কিছুই পাইনি।

সৈয়দ শামছুল হুদা
সভাপতি
আল হুদা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন